রায়গঞ্জ মেডিকেলের হাল দেখে ক্ষুব্ধ এমসিআই

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ৫ ডিসেম্বর ঃ এদিন সকাল আটটা নাগাদ দ্বিতীয় পর্যায়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। প্রতিটি বিষয়ে খতিয়ে দেখেন তাঁরা। অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি সহ বিভিন্ন বিভাগ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতার দশা দেখে কার্যত বিরক্ত প্রকাশ করেন মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যরা। কাউন্সিলের কোঅর্ডিনেটর ডক্টর গঙ্গাধর গৌড়া বলেন, একাধিক বিভাগের পরিকাঠামো এখনও তৈরি হয়নি। জলের সমস্যা রয়েছে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফের পরিদর্শনে আসা হবে। তিনি আরও বলেন, প্রায় দশ পয়েন্ট কম রয়েছে এই মেডিকেল কলেজে। এলওপি অর্থাৎ লেটার অফ পার্মিশন এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়েছে। সমস্ত রিপোর্ট পেশ করা হবে এমসিআই-তে।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপকুমার পাল বলেন, প্রথম পরিদর্শনেই এলওপি পাওয়া যায় না। দু-তিনবার পরিদর্শনের পরেই অনুমতি পাওয়া যাবে। মেডিকেল কলেজ সূত্রের খবর, এই দলের অনুমোদনের উপর নির্ভর করছে মেডিকেল কলেজের ভবিষ্যৎ। মার্চ মাসে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁদের। তার আগে এই পরিদর্শন সহ আরও দুটি সুযোগ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ পেতে পারে। তবে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো পরিদর্শনে এসেও ক্ষোভ আড়াল করেননি মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। তবে চলতি শিক্ষাবর্ষে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়ুয়ারা ভরতি হতে পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে পরিদর্শকদের কথায়।

এদিন আর এক পরিদর্শক বলেন, এখনও পড়ুয়াদের হস্টেল তৈরি হয়নি। প্রশাসনিক ভবনও তৈরি হয়নি। ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ুয়াদের জন্য ডেমোনস্ট্রেশন, লেকচার থিয়েটার, পরীক্ষার হল কিছুই গড়ে ওঠেনি। তাই আবার পরিদর্শনে আসা হবে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপ পাল বলেন, হাসপাতালের বর্তমান ক্যাম্পাসে হস্টেল হচ্ছে। এদিন ঘুরে দেখানো হয়েছে। আগামী মার্চের মধ্যেই তা হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনমতো চিকিৎসকেরও নিয়োগ হয়েছে। এদিন বিকেলে হাসপাতাল ক্যাম্পাস ছেড়ে ওই তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। নির্মীয়মাণ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও রায়গঞ্জ পুরসভার মাতৃসদন ও ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল। দিল্লি থেকে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার প্রথমেই রায়গঞ্জ হাসপাতাল চত্বরে গড়ে ওঠা নির্মীয়মাণ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন। মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো দেখার পাশাপাশি মঙ্গলবার প্রতিনিধিদলটি রায়গঞ্জ পুরসভার মাতৃসদন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। কথা বলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। দিল্লির মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার অপর একটি প্রতিনিধিদল রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা পরিসেবার খোঁজখবর নেন তাঁরা। এরপর রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল সুপার ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তাঁরা। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য রায়গঞ্জে দুটি ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে। দিন কয়েকের মধ্যেই এই ক্যাম্পাসে মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের ক্লাস শুরু করানোর চেষ্টা চলছে। তাই নির্মীয়মাণ ক্যাম্পাসের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদল অর্থাৎ এমসিআই-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল রায়গঞ্জে এলেন এদিন। রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল লাগোয়া জমি এবং আব্দুলঘাটার পরিত্যক্ত ইটভাটা এলাকায় ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ ভবন গড়ার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। প্রথম ক্যাম্পাস রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালের ঠিক পাশে দশ একর এলাকার উপর জুনিয়ার ডাক্তারদের চারতলা হস্টেল। সাত তলা নার্সদের আবাসন। পাশাপাশি শহরের অদূরে আব্দুলঘাটা ক্যাম্পাসে অ্যাকাডেমিক ভবন সাত তলা। আউটডোর দশ তলা। ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা আলাদা জায়গায় সাত তলা হস্টেলের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদের সাত তলা আবাসনের নির্মাণকাজ চলছে। সেই সঙ্গে অশিক্ষক-কর্মচারীদের সাত তলা আবাসন। অন্যদিকে, অ্যানিমেল হাউস এবং গ্যারেজ ভবন তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে।

ফেল মেডিকেল

প্রায় দশ পয়েন্ট কম রয়েছে এই মেডিকেল কলেজে। এলওপি অর্থাৎ লেটার অফ পার্মিশন এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

– ডক্টর গঙ্গাধর গৌড়া
কোঅর্ডিনেটর
মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া

পানিট্যাঙ্কিতে রুশ নাগরিক ধৃত

খড়িবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার অভিযোগে এক রুশ নাগরিককে গ্রেফতার করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ। ধৃতের নাম সের্গেই ডেমিন রেজিন (৪৬)। ওই নাগরিককে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে আটক করেন সীমান্তে প্রহরারত এসএসবি জওয়ানরা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পোশাক পরিহিত অবস্থায় রুশ নাগরিকটি রিকশায় করে নেপালের কাঁকরভিটা থেকে ভারতের পানিট্যাঙ্কি দিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন বলে এসএসবি সূত্রে জানা যায়। ধৃত ব্যক্তির কাছে কোনো পাসপোর্ট কিংবা ভিসা পাওয়া যায়নি। তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় ৬০৪৭০ টাকা ও নেপালি ৬ টাকা উদ্ধার করে এসএসবি জওয়ানরা। ধৃতকে রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে সশস্ত্র সীমা বল। খড়িবাড়ি পুলিশ ধৃতকে বিদেশি নাগরিক আইনে গ্রেফতার করে। ধৃত রুশ নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, সের্গেই ডেমিন গত নয়ের দশকে প্রথম নেপাল ও ভারতে পর্যটক হিসেবে এসেছিলেন। এরপর ২০১১ সালে রাশিয়ার মস্কো থেকে নয়াদিল্লি হয়ে কাঠমান্ডু যান। ২০১৪ সালে ভিসার মেয়াদ শেষ হলে তিনি আর ভিসা রিনিউ করেননি। পরে রাগ করে একদিন তাঁর পাসপোর্ট ও ভিসা ছুড়ে ফেলে দেন বলে জেরায় জানান সের্গেই। খড়িবাড়ি থানার ওসি ভূষণ ছেত্রী জানান, সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্য তিনি কলকাতা যাচ্ছিলেন বলে সের্গেই জানিয়েছেন। বুধবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

বিমানবন্দরে প্রতিবাদ সভা

বাগডোগরা, ৫ ডিসেম্বর ঃ দেশের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হল এয়ারপোর্ট অথরিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এ নিয়ে মঙ্গলবার দেশের সমস্ত বিমানবন্দরে লাঞ্চের সময় বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বাগডোগরা বিমানবন্দর শাখার সভাপতি বীরেন্দর চৌধুরি, সম্পাদক স্বপনকুমার রায় বলেন, গুয়াহাটি, বেঙ্গালুরু, ত্রিবান্দ্রম, লখনউ, আমেদাবাদ এবং জয়পুর বিমানবন্দরকে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি। আজকে আমরা লাঞ্চ টাইমে প্রতিবাদ সভা করলাম। সরকার যদি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে তবে আমরা অনশন আন্দোলন সহ লাগাতারভাবে দেশের সমস্ত বিমানবন্দরে আন্দোলন করব।

ট্রেক করে চিক

ওদলাবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ স্কুল ও কলেজের কিছু পড়ুয়াকে নিয়ে ট্রেক করে কালিম্পং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ি গ্রাম চিক-এ গেল ওদলাবাড়ির নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারের সদস্যরা। সংগঠনের আহ্বায়ক সুজিত দাস জানান, এখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা, চাষপ্রথা ইত্যাদি পড়ুয়ারা দেখেছে। গ্রামের বৌদ্ধমন্দিরও দেখেন তাঁরা।

রাস্তার আংশিক সংস্কারে ক্ষোভ

ক্রান্তি, ৫ ডিসেম্বর ঃ চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম দোলাইগাঁও-এ জেলাপরিষদের একটি পাকা রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু হল। এলাকার গোলাবাড়ি বাজার থেকে নতুন হাট পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তার মাত্র ১৪০০ মিটারজুড়ে এই সংস্কারকাজ হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে এ নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, ১৯৯৫-'৯৬ সালে তৈরি এই রাস্তাটির একবারই মাত্র সংস্কারকাজ করা হয়েছিল। তারপর আর নজর না দেওয়ায় রাস্তাটি পুরোটাই ভেঙে গিয়েছে। এই রাস্তার অংশবিশেষ মেরামত করা হলে সমস্যা মিটবে না। তাঁরা রাস্তার সংস্কারকাজের শ্লথগতিরও অভিযোগ তুলেছেন। রাস্তাটি স্কুল পড়ুয়া ও কৃষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি মডেল স্কুল রয়েছে। পড়ুয়ারা ওই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়। তারা জানায়, রাস্তা মেরামতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হলে ভালো হয়। ভাঙা রাস্তা দিয়ে অনেক কষ্ট করে তাদের স্কুলে যেতে হচ্ছে।

কৃষিপ্রধান এলাকা পশ্চিম দোলাইগাঁও। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে কৃষিজ পণ্যসামগ্রী পরিবহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার চাষিরা। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন গ্রামীণ হাটে ও গঙ্গাদেবীস্থিত কিষান মান্ডিতে পণ্য পরিবহণের জন্য এই রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। কিন্তু রাস্তাটি এতটাই খারাপ যে তাঁদের ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত দুষ্কর হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি পুরোটাই পুনর্নির্মাণ করা দরকার। অর্ধেক সংস্কার করা হলে অর্থের অপচয় করা ছাড়া লাভের লাভ কিছুই হবে না। তাঁরা এই রাস্তাটি গোলাবাড়ি বাজার থেকে নতুন হাট ও কোরোইবাড়ি হয়ে খুলনাই নদীর সেতু পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ করার দাবি তুলেছেন। এই রকমটা করা হলে কিষান মান্ডিতে যেতে তাঁদের অনেকটাই সুবিধা হবে। এই বিষয়ে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনুকূল বিশ্বাস জানান, রাস্তাটির আপাতত ১৪০০ মিটারই সংস্কার করা হবে। তাছাড়া ইরিগেশন বাঁধের ৩৭০ মিটার রাস্তার সংস্কারকাজও শুরু হয়েছে। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে কাজে গতি আনতে বলা হয়েছে।

জমির সঠিক খতিয়ানের দাবি

মানিকগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিভিন্ন দাবিতে বিএলআরও-কে ডেপুটেশন দিল সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক। বুধবার সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে দপ্তরগুলির সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও দাবিপত্র দেওয়া হয়। দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি সারদাপ্রাসাদ দাস জানান, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি এলাকাটি অ্যাডভার্স পজেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তির ফলে সম্প্রতি এলাকাটি ভারতের মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। অ্যাডভার্স পজেশনের এলাকা হওয়ায় এখানকার বাসিন্দাদের জমির কোনো কাগজপত্র ছিল না। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে এলাকার বাসিন্দাদের জমির অধিকার নিশ্চিত করতে জমির খতিয়ান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মিউটেশন ফর্ম বণ্টন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অভিযোগ, ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরে বসেই ফর্ম বণ্টন ও জমা নেওয়া হচ্ছে। এতে দুর্নীতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এতে এক জনের জমির খতিয়ান অন্য জনের নামে ইশ্যু হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।